JUL 19 2002

শিক্ষা ব্যবস্থার বিশুদ্ধকরণ

ডা. মোঃ জাহাঙ্গীর

পাঠকের অভিমত

শুনেছি স্বাধীনতার পর কিছু কিছু পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্ররা তিনটি জিনিস নিয়ে যেত- প্রথমটি পিস্তল, দ্বিতীয়টি ছুরি, তৃতীয়টি আস্ত বই। ছুরিটি টেবিলে গেঁথে রাখত। পিস্তলটি তার পাশেই থাকত এবং বই খুলে পরীক্ষার খাতা পূরণ করত। শিক্ষকরাও তাদের বিরক্ত করত না। আজও কি আমরা সেই অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পেরেছি। না। এখন দেখা যায়, নকল করার সুবিধা না দিলে বা বহিষ্কার করলে সেই শিক্ষককে বাসা থেকে ডেকে এনে রাজপথে গুলি করে হত্যা করা হয়। বর্তমান সরকার এই সমস্যার উন্নয়ন করার জন্য সন্ত্রাস দমন নীতি করেছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। আগে নকল প্রতিরোধে শুধু ছাত্রছাত্রীদের ওপরেই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করা হতো। এখন তার সঙ্গে যোগ করা হয়েছে শিক্ষকদের ওপর বিভিন্ন প্রক্রিয়া। মূলত, নকল প্রতিরোধকে সামনে রেখেই প্রক্রিয়াগুলো নেয়া হয়েছে।

নকল নামক সমস্যাটির জন্য প্রক্রিয়াটি প্রসংশনীয়। কিন্তু 'নকল'টাই কি সবকিছু? আমার কাছে বিষয়টি কেমন যেন খাপছাড়া মনে হচ্ছে। যেন, 'ছাত্রদের সামনে থালায় ভাত দিচ্ছি। কিন্তু খেতে দিচ্ছি না। বছর জুড়ে তাদেরকে পড়াশোনার যে উপকরণ ও পরিবেশ আমরা দিচ্ছি, তাতে তাদেরকে নকল করতে বাধ্য করছি এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল না করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি। বরং আমাদের উচিত ছিল, শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে আরও সহজ করা ও তাদের উপযোগী করা। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা একটি ছাত্রের শুধু মুখস্থ করার ক্ষমতা অর্থাৎ মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। সেই ছাত্রের এককভাবে চিন্তা করা বা স্বাধীনভাবে কোন সমস্যার সমাধান করা বা তার সেই প্রশ্নগুলোর বাইরে কোন কিছু ভাববার সুযোগ দিচ্ছে না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই তার পাঠ্য বইয়ের কোন কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ বা কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণটা কখনই পড়ে দেখে না। কারণ, তাদের কাছে এটা অপ্রয়োজনীয়। তাদের কাছে সার্টিফিকেট অর্জনই মুখ্য বিষয়। জ্ঞান অর্জন গৌণ। তাই বর্তমানের ছাত্রছাত্রীরা অধিক বিষয় সম্পর্কে জানার চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষা ক্ষেত্রে রক্ষণশীল হয়ে পড়ে। তারা মূলত, একটি 'শিক্ষা রোবটে' পরিণত হয়। অনেক সময় দেখা যায়, সে অনেক জটিল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত, কিন্তু একটি সাধারণ জিনিস তার জানা নেই। কিছু দিন আগে মেট্রিকে পাঁচটি লেটারসহ প্রথম বিভাগে পাস করা এক ছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কি? সে বলতে পারেনি। কারণ তার সাজেশনে এই প্রশ্নটি ছিল না।

আমার একজন শিক্ষক বলতেন, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাটি হচ্ছে, 'সমস্ত বছর লেখাপড়াগুলোকে পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া এবং পরীক্ষার সময় তা বমি করে বের করে দেয়া।' আমার কাছে কথাটি যথার্থ বলে মনে হয়। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে এক কথায় বলতে গেলে এটিই যথেষ্ট।

আর একটি প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে, ছাত্রছাত্রীদের সাজেশনকৃত প্রশ্নগুলোর উত্তর তাদেরকে তৈরি করতে না দেয়া। তারা একটি সুন্দর ও অত্যন্ত মানানসই উত্তরের আশায় তার বাবা-মা, শিক্ষকবৃন্দ বা তৈরি সহজ বই ব্যবহার করে। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কর্তা ব্যক্তিরা এবং পরীক্ষক, যিনি খাতা দেখবেন, কখনই বিচার করেন না যে, এই লেখাটি ছাত্রের মেধা থেকে আসেনি। এতে ছাত্রের মেধার বিকল্প ঘটেনি। এখানে শুধুমাত্র ছাত্রের মুখস্থ বিদ্যা যাচাই করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা মুখস্থ করার চেয়ে তার মেধার বিকাশ ঘটাতে পারে এমন প্রক্রিয়া আমাদের তৈরি করতে হবে। যেমন-

ক. তার সাজেশনের প্রশ্নের সংখ্যা কমাতে হবে।

খ. ক্লাসে একটি অধ্যায় বা একটি প্রবন্ধ বা একটি বিষয়, যে বিষয়ই হোক না কেন তার উপর শিক্ষকের পড়ানো শেষ হলে একটি ক্লাস প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য রাখতে হবে।

গ. ক্লাসে একটি বিষয়ের উপর আলোচনামূলক ক্লাস থাকতে হবে। যাতে কোন ছাত্র যদি কোন বিষয়ের অংশ বিশেষের ক্লাস থেকে বঞ্চিত হয় বা বুঝতে না পারে, তখন আলোচনা ক্লাস তাকে সাহায্য করবে।

ঘ. উত্তরপত্রের মানের চেয়ে ছাত্রের মেধার মানের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দেখতে হবে শিক্ষার্থী উত্তরপত্র নিজের থেকেই করেছে কি না।

ঙ. মাসে অন্তত, দু'দিন বিতর্ক ক্লাস রাখতে হবে। যাতে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তার বিকাশ হয়।

চ) ছাত্রছাত্রীদের Library work -এর দিকে মনোযোগী করতে হবে। ক্লাস পিরিয়ডের মাঝে Library work - এর জন্য সময় দিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে শিক্ষার্থীরা যেন এই সময়ে অন্যত্র আড্ডা না দেয়।

ছ) শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব বিষয়ের উপর বিভিন্ন প্রকল্প তৈরি করতে দিতে হবে। যা এককভাবে বা দলবদ্ধভাবে হতে হবে। এগুলো তাকে জীবনে স্বনির্ভর হতে সহায়তা করবে।

জ) এসএসসি স্তর থেকেই শিক্ষা ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে সে তার পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে পরিচিত হয়।

ঝ) অনেক শিক্ষকের একটি প্রবণতা থাকে যে, একটি বিষয় বা উত্তরপত্র কঠিন করে উপস্থাপন করা। এই ধরনের প্রচেষ্টাকে পরিহার করতে হবে।

লেখাপড়ার বাইরেও শিক্ষার্থীদের করণীয় এবং বর্জনীয় কিছু বিষয় রয়েছে। যেমন- খেলাধুলা ও বিচিত্রা অনুষ্ঠান করা। তবে ছাত্রদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ বর্জনীয়। এমনকি শিক্ষকদেরও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বর্জন করা উচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেয়ালে কোন রাজনৈতিক বক্তব্য থাকা চলবে না। কারণ তাতে শিক্ষার্থীদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। দেশের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দিয়ে, রাজনীতিবিদদেরই উচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করানো। মোট কথা শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। যাতে বড় হয়ে সে দেশের যে কোন একটি দিকে হাল ধরতে পারে।